যশোরে চোখে পড়ার মতো উন্নয়ন হয়নি : দ্রব্যমূল্যই বড় বাধা

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

মিজানুর রহমান তোতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক বছর পার হয়ে গেল। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যস্থল রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ও আন্দোলন সংগ্রামের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত স্বাধীনতার প্রবেশদ্বার অবিভক্ত বাংলার প্রথম জেলা যশোরে ভোট বিপ্লবের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। কি পেলাম আর কি পেলাম না তার যোগ-বিয়োগও চলছে নিখুঁতভাবে। যশোরে এখনো পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেও রয়েছে ধীরগতি। তবে ঐতিহ্যবাহী একটি পুরনো জেলা হিসেবে সরকারের গতানুগতিক উন্নয়ন কাজ চলছে। সরকারের জাতীয় কর্মকাণ্ডের অংশহিসেবে কৃষিকে এগিয়ে নেয়া ও শিল্পে গতিশীলতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি ইতোমধ্যে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। প্রত্যেক এমপি ইতোমধ্যে ১৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছেন। যা দিয়ে স্বাভাবিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ পাচ্ছেন তারা। তাতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে যশোরের এমপিরা আশাবাদী। কোন এলাকায় উন্নয়নের জোর চেষ্টা চলছে। আবার কোন এলাকায় গ্রহণ করা হয়েছে পরিকল্পনা। তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার কথাটি সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত হচ্ছে সবখানে সমানতালে। ৬টি আসনের ৬টিতেই আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। যা রীতিমতো বিপ্লব। অপ্রতিহত গতিতে মানুষ অবিস্মরণীয় স্বতঃস্ফূর্ততা ও খুশির বন্যায় ভেসে ভোটের বাক্সে একরাশ প্রত্যাশার ছাপ ফেলে। যশোরের আসনগুলোতে আওয়ামী লীগের একক বিজয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও অনেকটাই অবাক হয়েছিলেন। বিএনপি ও জামায়াতের দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত আসনেও বিরাট ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী করে আমজনতা উল্লসিত হয়েছিল। সেজন্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকবলয় প্রসারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে জনপ্রত্যাশা পূরণের তেমন আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এখনো মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটেনি। সামনের দিনগুলোতে জাতীয় সংসদ সদস্যগণ দল ও শরিক দলের নেতৃস্থানীয়দের সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে একাট্টা হয়ে যশোরের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করবেন- এমন প্রত্যাশা সবার। কিন্তু বাস্তবে যেটি ঘটছে না। টানা এক বছরেও একই দলের সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন ও জনপ্রত্যাশা পূরণের কোন ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নেতৃস্থানীয়দের সাথে খোলামেলা বৈঠক করারও কোন খবর নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোন কোন এমপি একলা চলো নীতি অনুসরণ করছেন। যেটি নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। নানা কারণে আওয়ামী লীগ এবং মহাজোটের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু সংসদ সদস্য নয়, যশোর জেলার ৮টি উপজেলার ৭টি হচ্ছে আওয়ামী লীগের। তাদের নির্বাচনেও অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। তাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উপরন্তু কয়েকটি আসন এলাকায় এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে জনসাধারণ হতাশাগ্রস্ত হচ্ছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে রাজনীতির দাবা খেলায় সরকারদলীয় এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যানরা পিছিয়ে পড়তে পারেন এমন আশংকা করেছেন জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ এবং শরিক দলের অনেক নেতা। অভিযোগ উঠেছে, সেই আগের ধাঁচে কোন কোন এমপির ঘাড়ে ভর করছে চালাচামুন্ডারা। ওইসব চালাচামুন্ডাদের কেউ কেউ বিগত জোট সরকারের আমলেও তদবির বাণিজ্যসহ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়েছে। আবার এখনো করার সুযোগ পাচ্ছে। যা আড়াল করে রাখা যাচ্ছে না। ক্ষমতার এক বছরের জনমত সমীক্ষার রায় এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কোন কোন এমপির খতিয়ান খুব একটা ভালো নয়। সূত্র মতে, এমপিদের মধ্যে যিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হবেন এবং উন্নয়ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন তিনিই থাকবেন আমজনতার মণিকোঠায়। এর ব্যত্যয় ঘটলে আগামীতে ছিটকে পড়ার আশংকা প্রবল হবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে হুঁশিয়ারি মন্তব্য করা হয়েছে।

যশোর-১ (শার্শা)

আসন এলাকাটি জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলায়। দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোলে অবকাঠামো উন্নয়ন হয়নি। এটি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তবে বন্দরের সমস্যা দূর করে শৃঙ্খলা ফিরে আনা হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। খালবিল সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাতে কৃষি উন্নয়ন ঘটছে। শিক্ষা উন্নয়নে নেয়া হয়েছে পদক্ষেপ। আসনটির সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শিল্পপতি শেখ আফিল উদ্দীন। তিনি বললেন, আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল অসহায়, দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান। তারই লক্ষ্যে নাভারণে একটি জুট মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা আগামী মাসেই চালু হবে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত ৮টি মিটিং হয়েছে। শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বিভিন্ন সমস্যা তো আছেই। সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জনপ্রত্যাশা পূরণের জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলেই পুরোপুরি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে। পূরণ হবে জনপ্রত্যাশা। কাজ করার সুযোগ দিয়েছে জনগণ। এই সুযোগ কাজে লাগানোর যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি নেই আমার। সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছি। আমার এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন করে সরকার, দল ও আমার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আমি সর্বদা যত্নবান।

যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা)

যশোরের গুরুত্বপূর্ণ ২টি উপজেলা চৌগাছা ও ঝিকরগাছা নিয়ে গঠিত আসন এলাকাটি বরাবরই অবহেলিত। কপোতাক্ষ নদের উপচেপড়া পানিতে প্রতিটি বর্ষা মৌসুমে বিরাট এলাকার ফসলাদি ও ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপোতাক্ষ নদ সংস্কারের দাবীটি আজো পূরণ হয়নি। তবে বিএডিসি (সেচ) প্রকল্পে পানিবদ্ধ এলাকার আবাদি জমি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আসনটির সংসদ সদস্য সাবেক রাষ্টদূত আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ। গত এক বছরে তিনি তার এলাকায় কতটুকু উন্নয়ন করেছেন, জনপ্রত্যাশা পূরণে কি ভূমিকা রেখেছেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিদ্যুতের সম্প্রসারণ, অবকাঠামো উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কপোতাক্ষ নদপাড়ের পানিবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত দু'টি উপজেলা এলাকায় ৫৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য বয়স্ক ভাতা বৃদ্ধি, ভিজিএফসহ বিভিন্ন পন্থায় মানুষের দুঃখ ও কষ্ট লাঘবের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলাকার সচেতন লোকজনের বক্তব্য, উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এখনো হয়নি ঝিকরগাছা ও চৌগাছা উপজেলা এলাকায়। তবে এমপি আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বেশকিছু সমস্যারও সমাধান হয়েছে, যাতে জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে।

যশোর-৩ (সদর)

জেলা সদরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনে সমস্যা অনেক। জেলা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এলাকার মানুষের অন্যতম প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদ সংস্কার করে একটি রিভারভিউ গড়ে তোলার দাবী বহুদিনের। নির্বাচনের আগেও দাবীটি জোরেশোরে উচ্চারিত হয়েছিল। জেলা শহরে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস দমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো গড়ে তুলে পুরোদমে চালু ও কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী গড়ে তোলাসহ বেশকিছু দাবী ছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল। এই আসনটির সংসদ সদস্য সাবেক মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা খালেদুর রহমান টিটো। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, মাত্র এক বছর, খুব বেশী সময় নয়। তারপরও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভৈরব নদের অবৈধ দখলমুক্ত করার কাজ চলছে। ভৈরব নদ সংস্কার রয়েছে প্রক্রিয়াধীন। মেডিক্যাল কলেজের জমি অধিগ্রহণের সংকট কেটে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পুরোদমে চালু করা হয়েছে বর্তমান সরকারের প্রথমদিকেই। শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে শৃঙ্খলা। সব স্কুলে উন্নত শিক্ষার

ব্যবস্থা, ভর্তি সমস্যার সমাধান, ৫০ কিলোমিটার রাস্তা ও ৫টি ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উন্নয়নের অনেককিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনপ্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে আমার চেষ্টার কোন ঘাটতি নেই। স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার আসন এলাকায় ১৫ কোটি টাকার। যা বাস্তবায়ন হলে অনেকটাই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটবে। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে কাজ করছি। সামনে অনেক সময় আছে। ইনশাআল্লাহ জনপ্রত্যাশা পূরণে সফল হবো।

যশোর-৪ (বাঘারপাড়া)

যশোরের অবহেলিত উপজেলার নাম বাঘারপাড়া। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির এলাকাটির অনেক উন্নয়নের প্রত্যাশায় ভোটবিপ্লব ঘটেছিল আসনটিতে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য নয়। যাতায়াত ব্যবস্থা এতটাই দুর্বল যে কৃষিপণ্য নিকটবর্তী হাট-বাজারে সরবরাহ করতে গিয়ে কৃষকদের হিমশিম খেতে হয়। বাঘারপাড়া উপজেলা সদর সংলগ্ন একটিস্থানে সরকারী খাদ্যগুদাম প্রতিষ্ঠা, উপজেলা সদরের গা ঘেঁষা চিত্রা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ ও দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টির এলাকা বাঘারপাড়ার গাইদঘাটে হিমাগার স্থাপনসহ রাস্তাঘাটের উন্নয়নের দাবী পূরণ হয়নি। এসব ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। ভোটবিপ্লবে এমপির আত্মসন্তুষ্টি ঘটলেও জনপ্রত্যাশা পূরণে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি বলে এলাকার লোকজন মন্তব্য করেছেন। গত এক বছরে বাঘারপাড়ার মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগার কারণে অনেকটাই হতাশ। বাঘারপাড়ার মানুষ এর আগে বরাবরই অভয়নগর উপজেলার সাথে আসনটি যুক্ত থাকা এবং এমপি অভয়নগরে হওয়ায় অতীতেও উন্নয়ন দেখতে পায়নি। এবার বাঘারপাড়া উপজেলাটি এককভাবে আসন হওয়ায় একবুক আশা নিয়ে মানুষ ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন আশা পূরণ হয়নি। তবে টুকিটাকি সমস্যার সমাধানে এমপি উদ্যোগ নিয়েছেন এমন কথা শোনা যায়। তাছাড়া সরকারের জাতীয় কর্মকাণ্ডের অংশহিসেবে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নের ছাপ লাগছে। কৃষকরা সার ও সেচের ভর্তুকি সুবিধা, বয়স্ক ভাতা, ভিজিএফসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুবিধা পাচ্ছে। তবে এমপির আশেপাশের চালাচামুন্ডাদের ভিড় বেশী দেখা যাচ্ছে বলে দলেরই কয়েকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই আসনটির সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা রনজিৎ রায়। তার এলাকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন এ ব্যাপারে বক্তব্য নেয়ার জন্য গত কয়েকদিন বহুবার মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি। যার জন্য তার বক্তব্য দেয়া সম্ভব হলো না।

যশোর-৫ (মনিরামপুর)

যশোরের সবচেয়ে বড় উপজেলা মনিরামপুর। সেখানকার দীর্ঘদিনের সমস্যা ভবদহ ও কপোতাক্ষ নদ। ভবদহ ও কপোতাক্ষ নদের করালগ্রাসে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। পানিবদ্ধতায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। রাস্তাঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের দাবীসহ দুঃখ ঘোচানোর প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ আওয়ামী লীগ নেতা খান টিপু সুলতানকে ভোট দেয়। ইতিপূর্বেও তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এলাকার উন্নয়নে চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। এলাকাবাসীর কথা অনেক সমস্যা রয়েছে। যার সমাধান এখনো হয়নি। তবে এমপির চেষ্টার ঘাটতি নেই- এমন বক্তব্য দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। আসনটির এমপি আওয়ামী লীগ নেতা খান টিপু সুলতানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মনিরামপুরের সামগ্রিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কপোতাক্ষ নদ ড্রেজিং, ভেড়ি বাঁধ নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারসহ অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশহিসেবে মনিরামপুরে সব সেক্টরে কাজ চলছে। জনপ্রত্যাশা পূরণে চেষ্টার ত্রুটি নেই। ইতোমধ্যে বেশকিছু উন্নয়ন কাজ হয়েছে। আরো ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প তৈরী করা হচ্ছে। তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী যে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মনিরামপুর আসন এলাকায়।

যশোর-৬ (অভয়নগর-কেশবপুর)

যশোরের শিল্পশহর নওয়াপাড়া যেটি অভয়নগর উপজেলা ও কপোতাক্ষ নদের উপচেপড়া পানিতে স্থায়ী পানিবদ্ধতার শিকার কেশবপুর উপজেলা নিয়ে যশোর-৬ সংসদীয় আসন। এবারই প্রথম কেশবপুরকে অভয়নগরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর আগে কেশবপুর উপজেলা এলাকা নিয়ে ছিল একক আসন। মনিরাপুরের মনোহরপুর ইউনিয়নকে করিডোর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত হয় আসনটি। এই আসন এলাকায় অনেক সমস্যা। বিশেষ করে ভবদহ ও কপোতাক্ষ নদ সমস্যা। বিরাট এলাকাটি টানা কয়েক বছর মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবদহ সমস্যার সমাধান ইতোমধ্যে অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। নওয়াপাড়ার আমডাঙ্গার ব্রিজ নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ভবদহের পানি নিষ্কাশনের বড় বাধা অপসারিত হয়েছে। কপোতাক্ষ নদপাড়ের পানিবদ্ধতার সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে। ৩টি এসকেভেটর দিয়ে কপোতাক্ষ নদ ড্রেজিং হচ্ছে। ভেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অনেকটাই দূর হয়েছে পানিবদ্ধতা। আসনটির সংসদ সদস্য হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা প্রিন্সিপাল আব্দুল ওহাব। তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকার প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল নওয়াপাড়ার ফেরিঘাটে ভৈরব নদের উপর ব্রিজ নির্মাণ। ইতোমধ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই একনেকে পাস হবে। ২টি উপজেলায় ১৬টি উন্নয়ন কাজের টেন্ডার হয়েছে। কাজ করছি উন্নয়নের। গত এক বছরে রাস্তাঘাট কিছু উন্নয়ন হয়েছে। বাকি কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর জনপ্রত্যাশার অনেকটাই পূরণ হবে বলে তিনি আশা করেন। জাতীয় সংসদের হুইপ প্রিন্সিপাল আব্দুল ওহাব এমপি আরো জানান, তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে ভেজাল সারের কারবার প্রায় ৯০% বন্ধ করেছেন। মাদকের রমরমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। সন্ত্রাস দমনেও সফলতা এসেছে।